গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি-২০১৮-এর সারসংক্ষেপ

SUMMARY OF THE DEFENCE POLICY 2018 OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

জুলাই ২০২২

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

PRIME MINISTER'S OFFICE, ARMED FORCES DIVISION

কয়েকটি ইংরেজি শব্দ – এর বাংলা পরিভাষা

ক্রমিক	English Terminology	বাংলা পরিভাষা
১।	Accommodate	স্থানায়ন
২।	Airpower	আকাশশক্তি
৩।	Auxiliary Force	সহায়ক বাহিনী
৪।	Broad Guidelines	সামগ্রিক নির্দেশনা
৫।	Capital Purchase	মূলধনি/মুখ্য ক্রয়
৬।	Command, Control, Communication, Computer and Information Warfare	আদেশ, নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ, কম্পিউটার এবং তথ্যকেন্দ্রিক যুদ্ধ
৭।	Comprehensive Security	সামগ্রিক নিরাপত্তা
৮।	Command Structure	নেতৃত্ব কাঠামো
৯।	Cost-effective	সাশ্রয়ী
১০।	Credible Deterrence	বিশ্বাসযোগ্য হুমকি প্রশমনমূলক সক্ষমতা
১১।	Defence Objective	প্রতিরক্ষা-উদ্দেশ্য
১২।	Defence Diplomacy	প্রতিরক্ষা কূটনীতি
১৩।	Deterrence	হুমকি প্রশমনমূলক সক্ষমতা
১৪।	Defeating Hostile Design	শত্রুর দুরভিসন্ধি পরাজিত করা
১৫।	Demographic Depth	জনসমষ্টির গভীরতা
১৬।	Defence Journalism	প্রতিরক্ষা সাংবাদিকতা
১৭।	Doctrine	মতবাদ
১৮।	Effect-based	ফলভিত্তিক
১৯।	Feeder Organisation	সম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান
২০।	Future Trend	ভবিষ্যৎ-প্রবণতা
২১।	Interoperability	আন্তঃঅভিযানিকতা
২২।	Interface	যোগসূত্র
২৩।	Informed Citizenry	সচেতন নাগরিক
২৪।	Information Warfare	তথ্য-যুদ্ধ
২৫।	Jointness	যৌথতা
২৬।	Joint Command Centre	যৌথ আদেশ কেন্দ্র
২৭।	Low Intensity Conflict	স্বল্প মাত্রার সংঘাত
২৮।	Logistics	রসদ
২৯।	Mutual Benefits	পারস্পরিক সুবিধা
৩০।	Mobilisation	সেনা সমাবেশ
৩১।	National Power	জাতীয় শক্তি
৩২।	National Aim	জাতীয় লক্ষ্য

ক্রমিক	English Terminology	বাংলা পরিভাষা
৩৩।	Non-traditional	অপ্রথাগত
৩৪।	Objective Control	নীতিগত নিয়ন্ত্রণ
৩৫।	Operational Command	অভিযানিক নেতৃত্ব
৩৬।	Para-Military Force	আধা-সামরিক বাহিনী
৩৭।	Political Primacy	রাজনৈতিক প্রাধান্য
৩৮।	Pro-people	গণসম্পৃক্ত
৩৯।	Preventive Diplomacy	নিরোধমূলক কূটনীতি
৪০।	Roll on	চলমান
৪১।	Secondary task	দ্বিতীয় দায়িত্ব
৪২।	Tooth-to-tail ratio	সম্মুখ যোদ্ধা-সহায়ক যোদ্ধা অনুপাত
৪৩।	Traditional	প্রথাগত
৪৪।	Strategy	সর্বোচ্চ পর্যায়ের কৌশল
৪৫।	State and non-state	রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয়
৪৬।	Synergy	ঐকতান
৪৭।	Unconventional Warfare	অপ্রচলিত যুদ্ধ
৪৮।	Upgradation	উন্নয়ন

ACRONYMS

Armed Forces Division	AFD
Armed Police Battalion	APBN
Bangladesh Navy	BN
Bangladesh Air Force	BAF
Border Guard Bangladesh	BGB
Bangladesh Coast Guard	BCG
Bangladesh National Cadet Corps	BNCC
Bangladesh Ordnance Factory	BOF
Civil Military Relations	CMR
Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, and IW Surveillance, Reconnaissance and Information Warfare	C4ISR
Defence Committee of the Cabinet	DCC
Exclusive Economic Zone	EEZ
Gross Domestic Product	GDP
Higher Defence Organisation	HDO
Human Resource Development	HRD
Human Resource Management	HRM
Internal Security	IS
Joint Command Centre	JCC
Kilometer	km
Ministry of Defence	MOD
Media Military Relation	MMR
Military Operations Other Than War	MOOTW
Millennium Development Goal	MDG
National Committee on Security Affairs	NCSA
Nuclear Biological Chemical	NBC
Research and Development	R & D
Sea Lines of Communication	SLOC
United Nations	UN
Village Defence Party	VDP

INDEX

CHAPTER ONE: INTRODUCTION	
General	1
Core National Values	1
National Aim and Defence Objectives	1
National Interest	1
National Security Priorities	2
Key Competences of National Defence	2
Defence Policy Principles	2
CHAPTER TWO: DEFENCE CAPABILITIES	
Core Competencies of Armed Forces	3
Employment of Armed Forces	3
Civil Military Relations (CMR)	3
Armed Forces and the Civil Society	4
Civil-Military Cooperation	4
Media in Defence Affairs	4
CHAPTER THREE: DEFENCE STRUCTURE	
National Higher Defence Organisations	5
Synergy of Defence Services	6
Regular Forces	6
Para-military and Auxiliary Forces	6-7
Reservist and Volunteers	7
Other Defence and Concerned Installations	7
Integration of General Mass in National Defence	7
CHAPTER FOUR: DEFENCE TRANSFORMATION	
Military Modification and Modernisation	8
Future Trends	8
CHAPTER FIVE: DEFENCE MANAGEMENT	
Defence Budget	9
Budgetary Provisions-Guidelines	9
Provision and Procurement	9
Defence Industries	9
Human Resource Management	9
Training	10
Pay and Allowances	10
Ethos and Values	10
CHAPTER SIX: CONCLUSION	
Conclusion	11

সূচিপত্র

অধ্যায় এক : ভূমিকা	
প্রারম্ভিক	১
মুখ্য জাতীয় মূল্যবোধসমূহ	১
জাতীয় লক্ষ্য (National Aim) ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ (Defence Objectives)	১
জাতীয় স্বার্থ	১
জাতীয় নিরাপত্তার অগ্রগণ্যতা	২
জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রধান সক্ষমতাসমূহ	২
প্রতিরক্ষা নীতির মূল স্তম্ভসমূহ	২
অধ্যায় দুই : প্রতিরক্ষা সক্ষমতা	
সশস্ত্র বাহিনীর মৌলিক সক্ষমতাসমূহ	৩
সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ	৩
অসামরিক-সামরিক যোগসূত্র	৩
সশস্ত্র বাহিনী ও নাগরিক সমাজ	৪
অসামরিক-সামরিক সহযোগিতা	৪
প্রতিরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমে গণমাধ্যম	৪
অধ্যায় তিন : প্রতিরক্ষা কাঠামো	
জাতীয় ঊর্ধ্বতন প্রতিরক্ষা সংগঠন	৫
প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের মধ্যে ঐকতান (Synergy)	৬
নিয়মিত বাহিনী	৬
আধা-সামরিক ও সহায়ক বাহিনী	৬-৭
সংরক্ষিত যোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবক	৭
অন্যান্য প্রতিরক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ	৭
জাতীয় প্রতিরক্ষায় সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্তকরণ	৭
অধ্যায় চার : প্রতিরক্ষা রূপান্তর	
সামরিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন	৮
ভবিষ্যৎ ধারা (Future Trends)	৮
অধ্যায় পাঁচ : প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা	
প্রতিরক্ষা বাজেট	৯
বাজেট ব্যবহারের দিক নির্দেশনা	৯
সংস্থান এবং ক্রয়	৯
প্রতিরক্ষা শিল্পকারখানা	৯
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা	৯
প্রশিক্ষণ	১০
বেতন ও ভাতাদি	১০
চেতনা ও মূল্যবোধ	১০
অধ্যায় ছয় : উপসংহার	
উপসংহার	১১

CHAPTER ONE: INTRODUCTION

General

Bangladesh Defence Policy 2018 is prepared basing on the Core Defence Policy of 1974, which was approved by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This is a policy document that provides the nation's will and firm conviction for national defence. The document also describes, in broad terms, the current and planned capabilities and roles of the defence services.

Core National Values

With unique linguistic, cultural and ethnic legacy and strong attachment to cultural heritage, Bangladesh has developed a set of distinctive national values like democracy, nationalism, socialism and secularism. As enshrined in the constitution, these form core national values, which provides Bangladesh's national aim as a state and the ideological framework for its international relations, foreign policy and overall national interest.

National Aim and Defence Objectives

The fundamental aim of the state as laid down in the constitution is to realise through democratic process, a society free from exploitation in which the rule of law, fundamental human rights and freedom, equality and justice, political, economic and social rights will be secured for all citizens. Attributes that secure this national aim are Bangladesh's national defence objectives. The most important objectives that contribute to Bangladesh's national interests are upholding the constitution, taking lead role in defending the independence, sovereignty and territorial integrity of the state and augmenting national security by maintaining a defence force capable of promoting international peace, security and solidarity to complement foreign policy.

National Interest

To safeguard national interests, Bangladesh pursues Preventive Diplomacy and Conflict Prevention. In case of failing all efforts for peaceful resolution of disputes, Bangladesh may consider military means. To enhance its security, the key national interests that Bangladesh would preserve are: (1) A secured Bangladesh, inter alia its people, resources, land, waters, airspace, and core national values; (2) Friendly and balanced relationship with neighbouring countries while creating fields for global and regional cooperation; (3) Security arrangement through partnership (bilateral and multilateral) with global, regional and sub-regional countries or organisations as possible; (4) A global approach which strengthens Bangladesh's diplomatic linkages in international community committed to the maintenance of global peace, environmental protection, human rights, and the security responsibilities as inscribed in the United Nations (UN) Charter.

অধ্যায় এক : ভূমিকা

প্রারম্ভিক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতিমালা ২০১৮ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৪ সালে অনুমোদিত বাংলাদেশের প্রথম মৌলিক প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে রচিত। এটি একটি মূল নীতি-দলিল (Policy Document) যা জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জাতির আকাঙ্খা ও দৃঢ়তা প্রকাশ করে। এছাড়াও এ দলিল সার্বিক পরিসরে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের চলমান ও ভবিষ্যৎ সক্ষমতা এবং ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

মুখ্য জাতীয় মূল্যবোধসমূহ

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক বিন্যাস এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা সংবলিত এক অনবদ্য জাতীয় মূল্যবোধ। বাংলাদেশের সংবিধানে উদ্ধৃত এ মূল্যবোধসমূহ রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ও আদর্শিক রূপরেখা গঠন করে, যা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বৈদেশিক নীতি এবং সার্বিক জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

জাতীয় লক্ষ্য (National Aim) ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ (Defence Objectives)

সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের মৌলিক লক্ষ্য হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় লক্ষ্য সুরক্ষায় সহায়ক বিষয়সমূহই জাতীয় প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ, যা হলো : (১) সংবিধান সমুন্নত রাখা; (২) রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন; (৩) জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করা এবং এমন একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিপালন করা, যা পররাষ্ট্রনীতির অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতিকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম।

জাতীয় স্বার্থ

জাতীয় স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরোধমূলক কূটনীতি (Preventive Diplomacy) ও বিরোধ নিবারণ (Conflict Prevention) প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। শান্তিপূর্ণভাবে যেকোন সংকট নিরসনে ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। বাংলাদেশ তার নিরাপত্তা জোরদারের নিমিত্তে যে সকল মুখ্য জাতীয় স্বার্থসমূহ সংরক্ষণ করবে সেগুলো হলো : (১) একটি নিরাপদ বাংলাদেশ (যা বলতে প্রধানত বাংলাদেশের জনগণ, সকল সম্পদ, স্থল, জল, আকাশসীমা এবং মুখ্য জাতীয় মূল্যবোধসমূহ বোঝায়) গড়ে তোলা; (২) প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুষম সম্পর্ক নিশ্চিত করার পাশাপাশি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলা; (৩) জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক) বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক দেশসমূহ অথবা সংস্থার সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা; (৪) একটি বিশ্বজনীন পন্থা অবলম্বন, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের কূটনৈতিক যোগাযোগকে শক্তিশালী করবে।

National Security Priorities

Priorities for Bangladesh national security broadly include sovereignty and territorial integrity, socio-political stability, economic prosperity, environmental protection, global and regional peace and stability etc. which are addressed through a comprehensive security strategy in order to accelerate national progression.

Key Competences of National Defence

To achieve national aim and defence objectives, Bangladesh Armed Forces shall consistently focus on three competences: (1) Establishing a firm defensive posture convertible to offensive according to dictated situations; (2) Continuously implementing national defence modernization; (3) Establishing a pro-people Armed Forces.

Defence Policy Principles

Defence diplomacy, deterrence and defeating hostile design form three pillars of country's defence policy. Keeping in view Bangladesh's national interest and commitment to global peace and stability, the main aim of the defence policy is to protect country's sovereignty and territorial integrity while assisting the government in ensuring peace, stability and well-being of the people of Bangladesh. In doing so, Bangladesh's defence policy should therefore: (1) be able to safeguard the independence, sovereignty, and the territorial integrity; (2) be capable of meeting all domestic and transnational non-traditional threats; (3) be able to incorporate all paramilitary, auxiliary forces and intelligence organisations and use the advantage of the demographic depth during crisis or war; (4) be compliant of all treaties and obligations undertaken by the government with regards to international peace and security, peaceful resolution of conflicts and disarmament; (5) ensure congruence of defence policy and foreign policy in light of national security policy.

জাতীয় নিরাপত্তার অগ্রগণ্যতা

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বিষয়সমূহ হবে : সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, পরিবেশ সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শান্তি এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। একইসাথে এ বিষয়সমূহকে সামগ্রিক নিরাপত্তা (Comprehensive Security) কৌশলের আওতায় এনে জাতীয় অগ্রগতি অব্যাহত রাখা।

জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রধান সক্ষমতাসমূহ

জাতীয় লক্ষ্য ও প্রতিরক্ষা-উদ্দেশ্য (Defence objectives) অর্জনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সর্বদা তিনটি সক্ষমতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে : (১) দৃঢ় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা যা পরিস্থিতি অনুযায়ী আক্রমণাত্মক রূপ নিতে সক্ষম; (২) প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিনিয়ত জাতীয় প্রতিরক্ষার আধুনিকায়ন; (৩) এবং একটি গণসম্পৃক্ত সশস্ত্র বাহিনী রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

প্রতিরক্ষা নীতির মূল স্তম্ভসমূহ

প্রতিরক্ষা কূটনীতি (Defence Diplomacy), হুমকি প্রশমনমূলক সক্ষমতা (Deterrence) ও বৈরী শক্তির পরিকল্পনা পরাস্ত করা (Defeating Hostile Design)-এ তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিরক্ষার ভিত্তি নির্মিত। জাতীয় স্বার্থ, এবং বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি বিবেচনায় দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণ করার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা নীতির মূল লক্ষ্য হলো জনগণের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সরকারকে সহায়তা করা। একই সাথে বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি হবে : (১) স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সমর্থ হওয়া; (২) সকল অভ্যন্তরীণ ও বহিঃরাষ্ট্রীয় অপ্রথাগত (Non-traditional) হুমকি মোকাবিলায় সমর্থ হওয়া; (৩) যুদ্ধ বা সংকটকালে সকল আধা-সামরিক, সহায়ক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে সমন্বিত করা (Coordinated) এবং জনসমষ্টির গভীরতা (Demographic Depth) যথাযথভাবে ব্যবহার করা; (৪) সরকার কর্তৃক সম্পাদিত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস ও নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সকল চুক্তি অনুসরণ করা; (৫) জাতীয় নিরাপত্তা নীতিমালার (National Security Policy) আলোকে প্রতিরক্ষা নীতি ও পররাষ্ট্র নীতি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।

CHAPTER TWO: DEFENCE CAPABILITIES

Core Competencies of Armed Forces

Armed Forces should be appropriate for a respectable nation, organised, equipped, trained, continuously upgraded and maintained at a level which provide credible deterrence, and if deterrence fails, be capable of defeating hostile aggression. It should also be effective to perform tasks other than war assigned by the Government. Components of the Armed Forces should have harmonised and balance growth based on the magnitude of involvement in war and in operations other than war, and need for jointness among the services. Defence Forces should be capable of conducting conventional and unconventional war including space defence, cyber warfare, internal security (IS) duties, disaster management, and participating in UN missions as and when tasked.

Employment of Armed Forces

Bangladesh Armed Forces safeguards the sovereignty and territorial integrity of Bangladesh by protecting its land, sea, air space and also its national cohesion against both internal and external threats, which enables the nation to prosper in freedom and interact with the world on the basis of equality and mutual respect. Bangladesh Armed Forces should pursue a defence strategy that will render any invasion militarily untenable, economically non-viable, and politically unacceptable. Available capabilities and potentials of Armed Forces may continue to be utilised for secondary tasks for IS duties, disaster management and national development activities in conformity with the constitution, law and government instructions. Such employment should be made as the last resort. To perform these secondary tasks, armed forces will ensure necessary training, acquisition, maintenance in coordination with other organisations and government machineries during peacetime. Armed forces shall also be employed overseas for UN Peace Missions and any other assignment as per the decision of the Government. During war and emergency, paramilitary and auxiliary forces will augment national defence in addition to their routine duties.

Civil Military Relations (CMR)

Maintaining Pro-People character by Armed Forces will be the fundamental principle of CMR. Liberation war is the unique and outstanding example of CMR in Bangladesh. The decision to employ the Armed Forces as an instrument for various national and international purposes, apart from its classical commitments, rests on the Government. It includes the use of Armed Forces in conducting military operations other than war and low intensity conflict. Civil and military experts would provide assessment and constructive proposals on policy issues, which will be taken into account as deem appropriate. Efforts will be taken to develop experts to facilitate civil participation in defence decision making. Council of defence scholars may be formed from the experts with extensive knowledge and experience.

অধ্যায় দুই : প্রতিরক্ষা সক্ষমতা

সশস্ত্র বাহিনীর মৌলিক সক্ষমতাসমূহ

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী হবে আত্মমর্যাদাবান জাতির জন্য উপযুক্ত, সুসংগঠিত, সুসজ্জিত, প্রশিক্ষিত এবং যুগোপযোগী। সশস্ত্র বাহিনীকে এমনভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে যেন সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হুমকি প্রশমনে (Deterrence) সমর্থ এবং হুমকি প্রশমনে ব্যর্থ হলে শত্রুর আগ্রাসন পরাভূত করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও বাহিনীসমূহ যুদ্ধ ব্যতীত সরকার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে সক্ষম হবে। যুদ্ধকালীন দায়িত্ব পালনের ব্যাপ্তি , যুদ্ধ ব্যতীত সরকার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা এবং বাহিনীসমূহের মধ্যে যৌথতা (Jointness) বিবেচনা করে বাহিনীসমূহের উন্নয়ন হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী মহাকাশ প্রতিরক্ষা, সাইবার যুদ্ধ, প্রচলিত ও অপ্রচলিত যুদ্ধ, এবং প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় সকল প্রকার হুমকি থেকে স্থল, জল, আকাশসীমা ও জাতীয় সংহতি সুরক্ষা করে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে নিশ্চিত করবে, যাতে করে দেশ মুক্ত পরিবেশে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে এবং বহির্বিশ্বের সাথে সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এমন একটি প্রতিরক্ষা কৌশল অনুসরণ করবে যাতে করে শত্রুর জন্য যেকোনো আক্রমণ সামরিকভাবে দুঃসাধ্য, অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল ও রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। সংবিধান ও আইনের আওতায় এবং সরকারের নির্দেশনায় মূল দায়িত্বের পাশাপাশি দ্বিতীয় দায়িত্ব (Secondary Task) হিসেবে বিদ্যমান সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ অব্যাহত থাকবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংস্থাসমূহের পাশাপাশি উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীকে শেষ অবলম্বন হিসেবে এরূপ দায়িত্বে নিয়োগ করা হবে। সশস্ত্র বাহিনী এ সকল দায়িত্ব পালন করার জন্য শান্তিকালীন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ, সরঞ্জামাদি আহরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করবে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘ শান্তি মিশন এবং অন্যান্য বৈদেশিক দায়িত্বে নিয়োজিত হবে। যুদ্ধ বা সংকটকালে আধা-সামরিক বাহিনী (Para-military Force) ও সহায়ক বাহিনী (Auxiliary Force) নিজস্ব নৈমিত্তিক দায়িত্বের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অসামরিক-সামরিক যোগসূত্র

গণসম্পৃক্ত সশস্ত্র বাহিনী বজায় রাখাই হবে অসামরিক-সামরিক সম্পর্কের মূলনীতি। মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের অসামরিক-সামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অনন্য ও অসামান্য উদাহরণ। চিরায়ত সামরিক কার্যক্রম ছাড়াও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে। এ সকল সিদ্ধান্তের আওতায় সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য দাায়িত্বে এবং স্বল্প মাত্রার সংঘাত (Low Intensity Conflict) নিবারণে নিয়োজিত হবে। অসামরিক ও সামরিক বিশেষজ্ঞগণ প্রতিরক্ষা বিষয়ে পর্যালোচনা এবং গঠনমূলক প্রস্তাবনা প্রদান করবেন, যা উপযুক্ততার নিরিখে গ্রহণ করা হবে। প্রতিরক্ষা বিষয়ে অসামরিক ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ তৈরির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অসামরিক ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

Armed Forces and the Civil Society

Efforts should be taken by the Government, military, non-government organisations, scholar, military intellectual, intelligentsia, etc. to appropriately expose the roles of military to the society. Military will engage more with the local community and promote the civil-military relation.

Civil-Military Cooperation

The aim of civil-military cooperation is to strengthen the linkages between civil and military sectors by making use of national capabilities during peace, crisis and war. The main objectives related to this area are: (1) Maintaining government functions and supporting military in times of crisis and war. (2) Maintaining social and economic life in times of peace, crisis and war. (3) Integration of general mass with the overall defence of Bangladesh. (4) Assuring rehabilitation from disaster and facilitate post-disaster/conflict recovery.

Media in Defence Affairs

Media-military relation is very important because these are very important elements of national power and can contribute significantly in defence of the country. Media can play an important role by responsibly publicizing the authorised information on defence matters. Thus, it demands a pleasant Media-Military Relations (MMR). Media-military training exchanges and interactions should be undertaken as part of capacity building.

সশস্ত্র বাহিনী ও নাগরিক সমাজ

সামরিক বাহিনীর কর্মপরিধি সমাজে যথাযথভাবে প্রতিভাত হবার লক্ষ্যে সরকার, সশস্ত্র বাহিনী, অন্যান্য অসামরিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক জ্ঞানহিতৈষী ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ সশস্ত্র বাহিনীকে সমাজের আরও কাছাকাছি নেওয়ার সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। সশস্ত্র বাহিনী স্থানীয় জনগণের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং এর মাধ্যমে অসামরিক-সামরিক সম্পর্ক জোরদার হবে।

অসামরিক-সামরিক সহযোগিতা

অসামরিক-সামরিক সহযোগিতার লক্ষ্য হলো শান্তি, সঙ্কট ও যুদ্ধকালীন জাতীয় সক্ষমতা ব্যবহার করে সামরিক ও অসামরিক সংগঠনের মধ্যে সেতুবন্ধন জোরদার করা। অসামরিক-সামরিক সম্পর্কের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো : (১) সঙ্কট ও যুদ্ধকালীন সরকারের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখা এবং সশস্ত্র বাহিনীর কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা (২) শান্তি, সঙ্কট ও যুদ্ধকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখা (৩) বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত রাখা (৪) দুর্যোগকালীন উদ্ধার, সহায়তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগ/সংঘাত-পরবর্তী স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ পুনরুদ্ধার/সহজতর করা।

প্রতিরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমে গণমাধ্যম

গণমাধ্যম-সামরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ দুটি প্রতিষ্ঠান জাতীয় শক্তির উপাদান এবং উভয়েই নিজ নিজ অবস্থান থেকে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত অনুমোদিত তথ্যের দায়িত্বশীল প্রচারণার মাধ্যমে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এজন্য একটি সহযোগিতামূলক গণমাধ্যম-সামরিক সম্পর্ক অপরিহার্য। সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে গণমাধ্যম-সামরিক প্রশিক্ষণ বিনিময় এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

CHAPTER THREE: DEFENCE STRUCTURE

National Higher Defence Organisations

National Parliament raises and maintains defence forces through law. It makes final decision on war. The Supreme Command of the Defence Services of Bangladesh shall vest on the President. Prime Minister has the statutory authority, direction and control over the Armed Forces and shall exercise them over the services through the Armed Forces Division.

National Committee on Security Affairs (NCSA) is the highest policy making body on national security affairs which is organised through the Cabinet Division and is responsible for evaluating all matters related to national security and defence. The committee composed of designated ministers, advisors and senior government officials and is chaired by Prime Minister. NCSA is responsible for: evaluating all matters related to national security and defence; to provide required instructions related to national security; to make necessary recommendations to the Cabinet; and dealing with other related issues. On behalf of NCSA, Cabinet Division will delineate the responsibilities of diffrent Ministries/Divisions and other organisations during war or emergency through War Book.

Defence Committee of the Cabinet (DCC) is the highest level committee on defence matters comprised of designated members of the cabinet and senior Government officials. The Prime Minister/ Defence Minister is the chairperson of this committee which is responsible for conducting general affairs related to war.

Ministry of Defence (MOD) is responsible for general administrative matters of the defence services of Bangladesh. Besides, Parliamentary Standing Committee on Defence Affairs performs its functions according to the guidelines of the constitution.

Prime Minister’s Office, Armed Forces Division (AFD) is a directly undercommand division of the Prime Minister which plans, controls and coordinates all operational, training and administrative matters related to Armed Forces. It performs its responsibilities as per the ‘Allocation of Business among Different Ministries and Divisions’ of the Government. In case of any war or outbreak of hostilities, Joint Command Centre (JCC) will be activated at AFD to assume the command responsibilities of three services, para-military, auxiliary forces, and intelligence organisations. Appropriate personnel from different ministries, services and intelligence organisations will augment AFD for the effective functioning of JCC.

অধ্যায় তিন : প্রতিরক্ষা কাঠামো

জাতীয় ঊর্ধ্বতন প্রতিরক্ষা সংগঠন

জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও প্রতিপালন করে। জাতীয় সংসদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর ওপর সংবিধিবদ্ধ কর্তৃত্ব, দিক-নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার সংরক্ষণ করেন, যা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (National Committee on Security Affairs) জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সরকারের মনোনীত মন্ত্রী এবং মনোনীত সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি। এ কমিটির দায়িত্ব জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের মূল্যায়ন যেমন জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন, জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান, মন্ত্রিপরিষদকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভূমিকা পালন করা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সমর-পুস্তক-এর মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধ বা সঙ্কটকালীন দায়িত্ব নির্ধারণ করবে।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (Defence Committee of the Cabinet) মন্ত্রিসভার মনোনীত মন্ত্রিগণ এবং সরকার নির্ধারিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক সর্বোচ্চ পর্যায়ের কমিটি। প্রধানমন্ত্রী/প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি এবং এ কমিটির দায়িত্ব হলো সমর সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়াবলি পরিচালনা করা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কার্য বন্টন অনুযায়ী প্রতিরক্ষা বাহিনীর সার্বিক প্রশাসনিক বিষয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়। এর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি (Parliamentary Standing Committee on Defence Affairs) সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (Prime Minister’s Office, Armed Forces Division) প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি অধীনস্ত সরকারের একটি বিভাগ যা সশস্ত্র বাহিনীর আভিযানিক, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক বিষয়ে পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কার্য বন্টন অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ দায়িত্ব পালন করে। কোনো যুদ্ধ বা বিরোধ শুরু হলে তিন বাহিনী, আধা-সামরিক, সহায়ক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার যুদ্ধকালীন নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে যৌথ আদেশকেন্দ্র (Joint Command Centre) গঠিত হবে। এই যৌথ আদেশকেন্দ্র পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা হতে উপযুক্ত জনবল নিয়োজিত হবে।

Synergy of Defence Services

The strategic directives given by the political authority will be implemented in a well-knitted, harmonised and synchronised manner by all stakeholders. Necessary command structure will be established at appropriate tier to advise the political leadership on national security and defence issues, to translate the strategic directives into related military plans, and to ensure effective and efficient implementation of those on the ground. Physical defence structure of Bangladesh will mainly be formed by the Armed Forces, para-military forces, auxiliary forces, reserve forces and volunteers. Armed Forces will be in the lead and rest of the national strength will be integrated into the national defence.

Regular Forces

Armed Forces will be maintained as per the guidance of the constitution. Size and composition of the Armed Forces will depend on the defence policy, nature, strength and magnitude of the threat, strategic position of the country, socio-economic condition of the nation and various other factors. Bangladesh Army having focus on the land, Bangladesh Navy on the sea and Bangladesh Air Force on the sky, the roles of the services are: (1) Safeguard the independence, sovereignty and territorial integrity of the country; (2) Assist the Government in maintaining internal security whenever called for; (3) Conduct disaster management operation against natural and manmade disasters; (4) Assist civil administration in national development activities; (5) Participate in overseas assignment as per the decision of the Government; (6) and any other task for which the Government may deem it necessary to deploy the Armed Forces.

Para-military and Auxiliary Forces

During crisis or war, all para-military and auxiliary forces will be operationally under command of the Armed Forces. The primary role of Border Guard Bangladesh (BGB) is to guard the land borders of Bangladesh. BGB will form part of the regular forces in the event of war or crisis and will remain under operational command of Army. Bangladesh Coast Guard's (BCG) primary role is to safeguard the national coastal domain and preserve national interest at sea in coordination with other stake holders. In the event of war or crisis, BCG will be part of regular force and come under operational command of Bangladesh Navy. Bangladesh National Cadet Corps (BNCC) will be integrated with the services they are affiliated with during war/crisis as required. Necessary training shall be imparted to BNCC personnel during peace for their easy integration during war.

Bangladesh Police (less Armed Police Battalions) will continue to remain involved in their routine duties and contribute in national defence during war as per plan. Armed Police Battalion will be employed as a regular force during war and conflicts. These battalions shall remain under operational command of

প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের মধ্যে ঐকতান (Synergy)

রাজনৈতিক নেতৃত্ব কর্তৃক প্রদত্ত সকল স্ট্র্যাটেজিক নির্দেশনা (Strategic Directives) বাহিনীসমূহ কর্তৃক সমন্বিতভাবে পালিত হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা এবং স্ট্র্যাটেজিক নির্দেশনাসমূহকে (Strategic Directives) সামরিক কৌশলে রূপান্তর করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত স্তরে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব কাঠামো (Command Structure) প্রতিষ্ঠা করা হবে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কাঠামো প্রধানত সশস্ত্র বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী ও সহায়ক বাহিনী, সংরক্ষিত যোদ্ধা এবং স্বেচ্ছাসেবক সমন্বয়ে সংগঠিত হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষার নেতৃত্বে থাকবে সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য সকল জাতীয় শক্তিকে জাতীয় প্রতিরক্ষায় একীভূত করা হবে।

নিয়মিত বাহিনী

সংবিধান অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী প্রতিপালিত হবে। প্রতিরক্ষা-নীতি, হুমকির প্রকৃতি, শক্তি এবং মাত্রা, দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্হান, দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্হা এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সশস্ত্র বাহিনীর আকার ও উপযুক্ত কাঠামো নির্ধারিত হবে। সেনাবাহিনীর মূল দায়িত্ব স্হলে, নৌবাহিনীর মূল দায়িত্ব সমুদ্রে এবং বিমান বাহিনীর মূল দায়িত্ব আকাশে নিবদ্ধ রেখে বাহিনীসমূহ নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে : (১) বহিরাগত হুমকি হতে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা; (২) সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা; (৩) প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগে সহায়তার জন্য আহ্বান করা হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অভিযান পরিচালনা করা; (৪) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হলে অসামরিক প্রশাসনকে জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা; (৫) সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতিসংঘ শান্তি মিশনসহ অন্যান্য বৈদেশিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা; (৬) এবং অন্য যেকোনো প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হলে দায়িত্ব পালন করা।

আধা-সামরিক ও সহায়ক বাহিনী

যুদ্ধ বা সঙ্কটকালে সকল আধা-সামরিক ও সহায়ক বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীর আভিযানিক কর্তৃত্বে (Operational Command) থাকবে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর প্রাথমিক দায়িত্ব বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত রক্ষা করা। যুদ্ধ ও সংকটকালে এ বাহিনী নিয়মিত বাহিনীর অংশ হিসেবে কাজ করবে এবং সেনাবাহিনীর অধীনস্ত থেকে সকল দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় জলসীমা রক্ষা ও সমুদ্রে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা। যুদ্ধ বা সংকটকালীন কোস্ট গার্ড নিয়মিত বাহিনীর অংশ হবে এবং নৌবাহিনীর অধীনস্ত থেকে সকল দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) সদস্যগণ প্রয়োজন সাপেক্ষে যুদ্ধকালে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর জনবলে একীভূত হবে। এ লক্ষ্যে বিএনসিসি সদস্যদেরকে শান্তিকালীন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ পুলিশ (আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ব্যতীত) যুদ্ধকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অবদান রাখবে। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নসমূহ যুদ্ধ ও সংকটকালে নিয়মিত বাহিনীর ন্যায় নিয়োজিত হবে। যুদ্ধ বা সংকটকালে এ ব্যাটালিয়নসমূহ সশস্ত্র বাহিনীর অধীনস্ত থেকে সকল দায়িত্ব পালন করবে। যুদ্ধ বা

Armed Forces during war/crisis. Bangladesh Ansar will form part of regular forces and operate under command of Armed Forces during war or crisis. Able-bodied persons of normal, Disembodied Ansars and Village Defence Party (VDP) will be employed for conducting operations under Armed Forces.

Reservist and Volunteers

Bangladesh Armed Forces should have a pool of reserve personnel. A dedicated ‘National Reserve Force Policy’ shall be planned. Joining Armed Forces will remain voluntary. Bangladesh resorts to the concept of ‘Peoples War’ during war and it expects all able bodied people to join the war with regular forces voluntarily to protect the sovereignty of the country. Defence services may run different educational institutions like cadet colleges, military/ civilian schools, colleges and universities, etc for educating military and civilian students, and thereby, assist national efforts in providing quality education. Main objective of these institutions would be to prepare potential human resource for defence services as feeder organisations.

Other Defence and Concerned Installations

Following organisations will discharge their duities for the national defence as per their respective organograms: (1) Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organisation (2) Cadet College Governing Body (3) Director General Medical Services (4) Director General of Forces Intelligence (5) Director General of Defence Purchase (6) Department of Military Land Cantonments (7) Military Engineering Services (8) Defence Services Command and Staff College (9) Defence Finecial Department (10) National Defence College (11) Bangladesh Ordnance Factory (12) Armed Forces Medical College (13) Military Institute of Science and Technology (14) Inter Services Selection Board (15) Survey of Bangladesh (16) Bangladesh National Cadet Corps (17) Bangladesh Armed Services Board (18) Office of the Chief Administrative Officer (19) Bangladesh Meteorological Department (20) Inter Services Public Relations (21) Department of Cypher (22) Ministry of Defence Constaulary (23) National Security Intelligence (24) And all other concerned national institutions and organisations.

Integration of General Mass in National Defence

Bangladesh will integrate general mass for its defence as it did during the Liberation War. Bangladesh will fight Peoples War as was done in the Liberation War, as and when required, under the regular forces. Services will formulate relevant doctrines on unconventional warfare and the like.

সংকটকালে বাংলাদেশ আনসার নিয়মিত বাহিনীর অংশ হবে এবং সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে কার্যসম্পাদন করবে। সাধারণ ও অনিয়মিত আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যোগ্য ও সক্ষম সদস্যগণকে সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে নিয়োগ করা হবে।

সংরক্ষিত যোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবক

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত যোদ্ধা প্রস্তুত রাখা হবে। এ লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট 'জাতীয় সংরক্ষিত বাহিনী নীতিমালা' প্রণয়ন করা হবে। সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান স্বপ্রণোদিত (Voluntary) হিসেবে পরিগণিত হবে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনবোধে জনযুদ্ধের ধারণা অনুসরণ করে এবং এ ধারণা অনুসারে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সকল সক্ষম জনগণ স্বেচ্ছায় নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের সদস্যদের এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গের সন্তানদের শিক্ষা প্রদান এবং একই সাথে গুণগতমানের শিক্ষা প্রদানে জাতীয় প্রচেষ্টাকে সহায়তার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন ক্যাডেট কলেজ, সামরিক/অসামরিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি পরিচালনা করবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হবে মানব সম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (Feeder Organization) হিসেবে প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখা।

অন্যান্য প্রতিরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ

স্ব স্ব গঠনতন্ত্র (TO&E) অনুযায়ী অধিভুক্ত নিম্নবর্ণিত অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিরক্ষায় ভূমিকা পালন করবে : (১) বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (২) ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ (৩) সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর (৪) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (৫) প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (৬) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর (৭) মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (৮) সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (৯) ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (১০) ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (১১) বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (১২) আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ (১৩) মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (১৪) আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (১৫) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর (১৬) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর (১৭) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (১৮) প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় (১৯) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (২১) গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর (২২) মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাব্যুলারি (২৩) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (২৪) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল জাতীয় স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্তকরণ

মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় বাংলাদেশের সাধারণ জনগণকে কার্যকরভাবে জাতীয় প্রতিরক্ষায় একীভূত করা হবে। নিয়মিত বাহিনীর নেতৃত্বে প্রয়োজনবোধে মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় সাধারণ জনগণ জনযুদ্ধ ও প্রচলিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। বাহিনীসমূহ এ লক্ষ্যে অপ্রচলিত যুদ্ধ (Unconventional Warfare) বা অন্য যেকোনো ধরনের মতবাদ (Doctrine) প্রণয়ন করতে পারে।

CHAPTER FOUR: DEFENCE TRANSFORMATION

Military Modification and Modernisation

The modification and modernisation of defence is a continuous process. Bangladesh Armed Forces should continue to modify different structures and systems in order to improve and achieve desired capabilities. Balancing between quality and quantity and focusing on tooth to tail ratio, effect based modernisation will be the norm for future development. A policy of selective and progressive modernisation based on long-term plan will be followed. This modernisation effort should match the national economic development and technological advancement taking national security needs into consideration.

Armed Forces should acquire weapons, platfroms, and equipment to achieve the capability of detering enemy’s hostility. Taking the national security needs into consideration, and remaining relevant and current with the situation, Armed Forces will modernise strategies weapons/ platfroms and equipment matching with the national economic development and technological advancement.

Future Trends

Capacity building of Armed Forces should aim at making knowledgable, intelligent and skill-based military to deter enemy, and if required to fight and win against both state and non-state actors. Bangladesh Armed Forces should enhance its capability for Command, Control, Communication, Computer, Intelliegence, Surveillance, Reconnaissance and Information Warfare (C4ISR and IW), space defence and cyber security. The Armed Forces need to train its outfits on protection against Nuclear, Biological and Chemical Warfare.

অধ্যায় চার : প্রতিরক্ষা রূপান্তর

সামরিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিকায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। সার্বিক উন্নয়ন এবং অভীষ্ট সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে সাংগঠনিক কাঠামো এবং পদ্ধতিসমূহের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। সম্মুখ যোদ্ধা-সহায়ক যোদ্ধার অনুপাত (tooth-to-tail ratio) এবং সংখ্যা ও গুণগত মানের মধ্যে ভারসাম্য রেখে ফলভিত্তিক (Effect-based) আধুনিকায়নই হবে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দর্শন। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সুনির্বাচিত ও প্রগতিশীল আধুনিকায়নের নীতি অনুসরণ করবে।

শত্রুর আগ্রাসন প্রশমন করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী উপযুক্ত শক্তিমত্তা অর্জন করবে। হুমকি প্রশমন সক্ষমতা (Deterrence) অর্জন করার লক্ষ্যে বাহিনীসমূহ প্রয়োজনীয় অস্ত্র-সরঞ্জাম সংগ্রহ করবে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা, পরিস্থিতির সাথে বাহিনীসমূহকে চলতি ও প্রাসঙ্গিক রাখা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কৌশল, অস্ত্র ও সরঞ্জামের আধুনিকায়ন করবে।

ভবিষ্যৎ ধারা (Future Trends)

সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য হবে একটি মেধা, জ্ঞান এবং দক্ষতা ভিত্তিক সামরিক বাহিনী তৈরি করা যা রাষ্ট্রীয় (State actor) এবং অরাষ্ট্রীয় (Non-State actor) শত্রুর বিরুদ্ধে সফলভাবে হুমকি প্রশমন (Deterrence) সক্ষমতা ও প্রয়োজনে যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আদেশ, নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ, কম্পিউটার, গোয়েন্দা, সার্ভাইলেন্স, রিকোনাইসেন্স এবং তথ্য যুদ্ধের {Command, Control, Communication, Computer, Intelliegence, Surveillance, Reconnaissance and Information Warfare (C4ISR and IW)} সক্ষমতা বৃদ্ধি, মহাকাশ প্রতিরক্ষা (Space Defence) এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীকে পারমাণবিক, জীবাণু ও রাসায়নিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সুরক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

CHAPTER FIVE: DEFENCE MANAGEMENT

Defence Budget

Allocation of defence budget will be as per the national security concern. Defence budget will be utilised for force maintenance, human resource development and for capital purchase.

Budgetary Provisions-Guidelines

Appropriate budget will be allocated to address the needs of the services and challenges of modernisation. Depending on the growth of economy and consequent size of the GDP, additional allocation may be made to meet the capital expenditure required for major upgradation or capital purchase in selected years. All the services will follow perspective plans harmonised by the AFD for all future procurement of major equipment and armament systems.

Provision and Procurement

Provision and procurement should be pertinent to the relevant doctrine and suited to the physical environment, deployment area and operational requirement. Its general policy will be to buy/acquire product from the domestic or global market through prevailing process. Items produced by domestic defence industries of Bangladesh will get priority as per Government Policy. Domestic technology and outsourcing should be encouraged as a principle where possible to remain cost-effective.

Defence Industries

Defence related industries will be developed to attain self-sufficiency in essential defence supplies for military, para-military and auxiliary forces. Defence industries will also contribute to national economy and development. Defence industrialisation shall include Research and Development to support innovation and industrial productivity.

Human Resource Management

Armed Forces will recruit appropriate Bangladeshi citizen from all walks of life. Recruitment system will continue to be voluntary. As the development of military expertise across all the fields are time consuming and challenging, Armed Forces may recruit appropriately qualified retired military personnel and non-military experts for filling up the deficiency in static units.

অধ্যায় পাঁচ : প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা

প্রতিরক্ষা বাজেট

জাতীয় নিরাপত্তার আবশ্যকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামরিক বাজেট বরাদ্দ করা হবে। প্রতিরক্ষা খাতে প্রাপ্ত বাজেট থেকে সশস্ত্র বাহিনীর পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হবে।

বাজেট ব্যবহারের দিক নির্দেশনা

বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ও আধুনিকায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত সামরিক বাজেট বরাদ্দ করা হবে। কোনো কোনো নির্দিষ্ট বৎসরে জাতীয় অর্থনীতি ও জাতীয় উৎপাদনের উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে বড়ো ধরনের সামরিক সরঞ্জাম উন্নয়ন (Upgradation) অথবা মূলধনি ক্রয়ের (Capital purchase) জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে। সকল বাহিনী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী (Perspective Plan) অস্ত্র ও প্রধান সরঞ্জাম আহরণ করবে, যা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক সমন্বয় করা হবে।

সংস্থান এবং ক্রয়

প্রাসঙ্গিক ডকট্রিন (Doctrine), পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মোতায়েন এলাকা, এবং অভিযানিক উপযুক্ততা বিবেচনায় রেখে সরঞ্জামাদির সংস্থান করা হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিদ্যমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয়সমূহ সম্পন্ন করা হবে। বাংলাদেশের সামরিক শিল্পকারখানায় উৎপাদিত সরঞ্জামাদি সরকারি নীতি অনুযায়ী অগ্রগণ্যতা পাবে। সাশ্রয়ী (Cost-effective) হওয়ার জন্য স্থানীয় প্রযুক্তি এবং আউটসোর্সিংকে যথাসম্ভব উৎসাহিত করা হবে।

প্রতিরক্ষা শিল্পকারখানা

সামরিক, আধা-সামরিক ও সহায়ক বাহিনীর জন্য মৌলিক প্রতিরক্ষা-সরঞ্জামাদির উৎপাদন ও সরবরাহে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা শিল্পকারখানা গড়ে তোলা হবে। এ সকল শিল্পকারখানা জাতীয় অর্থনীতি এবং উন্নয়নে অবদান রাখবে। প্রতিরক্ষা শিল্পায়ন গবেষণা ও উন্নয়নকে সম্পৃক্ত করবে যা শিল্প ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সকল শ্রেণির নাগরিকগণের মধ্য থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হবে। সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগ পদ্ধতি বর্তমানের ন্যায় স্বেচ্ছা প্রণোদিত (Voluntary) থাকবে। সামরিক দক্ষতার উন্নয়ন যেহেতু সময়সাপেক্ষ ও দুরূহ, সেহেতু প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অসামরিক বিশেষজ্ঞদের মধ্য হতে স্ট্যাটিক (Static) ইউনিট/সদর দপ্তরসমূহের জনবলের ঘাটতি পূরণ করা যাবে।

Training

All trainings in the Armed Forces will be realistically planned, progressively developed and effectively conducted. Services shall constantly modernise their training curriculum to adapt to the changing needs of time. Armed Forces shall put special emphasis on joint training in peacetime to ensure seamless joint operation during crisis or war. In the process of capacity building, education on Laws of Armed Conflict, International Humanitarian Law and International Human Rights Law shall also be incorporated in the overall training curriculum. Armed Forces will provide training assistance to paramilitary, auxiliary forces and unconventional forces on requirement basis. Regular representation of paramilitary or auxiliary forces during the field exercises shall continue to be planned and undertaken.

Pay and Allowances

Government shall offer appropriate benefits and compensation package considering the early retirement to defence service personnel as per the present system of similar pay scale in conformity with the national pay scale. Considering the hardships/risks of military service and lesser possibility of earning in retired life, government shall take steps for possible post-retirement rehabilatition.

Ethos and Values

Ethos and values should form the foundation of professional excellence, competence, merit, and integrity of the Armed Forces. Principal ethos of Armed Forces includes: ready to make highest sacrifice under the maxim ‘country above all’; committed to uphold the spirit of Liberation War and fundamentals of the Constitution; proud as a member of Bangladesh Armed Forces. Values of Armed Forces include: humanity; honour and pride; loyalty; honesty and integrity; respect; justness; trust and faith in Almighty; service before self; courage and comradeship.

প্রশিক্ষণ

সামরিক বাহিনীর সমস্ত প্রশিক্ষণ বাস্তবিকভাবে পরিকল্পিত, প্রগতিশীলভাবে বিকশিত এবং কার্যকরভাবে পরিচালিত হবে। এ লক্ষ্যে সকল বাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিকায়ন করবে। এছাড়াও শান্তিকালীন তিন বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে, যাতে করে যুদ্ধ বা সংকটকালীন যৌথতা (Jointness) অর্জন সম্ভব হয়। সশস্ত্র সংঘাত আইন (Laws of Armed Conflict), আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (International Human Rights Law) এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (International Humanitarian Law)-এর ওপর শিক্ষা সামগ্রিক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে । সশস্ত্র বাহিনী প্রয়োজনের ভিত্তিতে আধা-সামরিক (Para-military Force), সহায়ক (Auxiliary Force) এবং অপ্রচলিত (Unconventional Force) বাহিনীকে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করবে। বহিরাঙ্গন অনুশীলনের সময়ে আধা সামরিক বা সহায়ক বাহিনীর নিয়মিত অংশগ্রহণ করার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

বেতন ও ভাতাদি

প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণের তুলনামূলকভাবে কম বয়সে অবসরগ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বর্তমান প্রথা অনুযায়ী জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে সংগতিপূর্ণ উপযুক্ত অনুরূপ বেতন স্কেলে বেতন-ভাতা প্রদান করা হবে। দায়িত্ব পালনের ধরন, ঝুঁকি, এবং অবসর-পরবর্তী জীবনে উপার্জনের সুযোগ কমে যাওয়ার বিষয় বিবেচনায় সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্ধারণ এবং অবসর-পরবর্তী জীবনে যথাসম্ভব পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বিবেচনা করা হবে।

চেতনা ও মূল্যবোধ

চেতনা ও মূল্যবোধ সামরিক বাহিনীর পেশাদারি উৎকর্ষ, যোগ্যতা, মেধা এবং সততার ভিত্তি গঠন করে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান চেতনাসমূহ হলো : 'সবার উপরে দেশ' – এ লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মৌলিক বিষয়সমূহকে সমুন্নত রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা, এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে গর্ব অনুভব করা। সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মূল্যবোধসমূহ হলো : মানবতাবোধ, সম্মান ও গৌরব, আনুগত্য, সততা এবং নিষ্ঠা, ঊর্ধ্বতনের প্রতি সম্মান, ন্যায়পরায়ণতা, সৃষ্টিকর্তার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস, নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে দায়িত্ব ও কর্তব্য, সাহস ও সহযোদ্ধার প্রতি সহমর্মিতা।

CHAPTER SIX: CONCLUSION

Bangladesh emerged as an independent state through a bloody War of Liberation in 1971. At the beginning of the Liberation War, on 07 March 1971, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in his clarion call urged all to 'Make each home a fortress'. Bangladesh Armed Forces was formed during the Liberation War and fought splendidly shoulder-to-shoulder with the general mass to earn independence. Since then, this Pro-people character of Armed Forces continues; Bangladesh maintains appropriate Armed Forces to defend the independence, sovereignty and territorial integrity. In 1975, Bangabandhu reaffirmed the same proverbial dictum for Bangladesh Armed Forces "Be the Peoples' Army". This philosophy being integral to our history, political vision and need of the state, continues towards building a pro-people, modern and professional Armed Forces for ensuring the overall security and well-being of the people.

অধ্যায় ছয় : উপসংহার

রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ৭ই মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকলকে ‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল’ এ উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। যার ক্রমধারায় যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে এবং জনগণের সাথে একীভূত থেকে স্বাধীনতা অর্জনে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। জনসম্পৃক্ত থাকার এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে; স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ গড়ে তুলেছে একটি যথোপযুক্ত সশস্ত্র বাহিনী। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র বাহিনীকে ‘তোমরাই হবা আমার পিপলস্ আর্মি’ এ বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ গণসম্পৃক্ততা আমাদের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রনায়কগণের দুরদর্শিতায় এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাদেশের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি গণসম্পৃক্ত, আধুনিক এবং পেশাগতভাবে দক্ষ সশস্ত্র বাহিনী প্রতিপালন প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।